মডিউল-২৪

কোর্সকোড- BENG-H-CC-T-10

কোর্স নাম–বাংলা কাব্য কবিতা

মিলন মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজ, বেলডাঙ্গা।

পর্ব-১ : কবিতা-ভারততীর্থ–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিন্যাসক্রম

২৪.১ উদ্দেশ্য

২৪.২ প্রস্তাবনা

২৪.৩ মূলপাঠ: ভারততীর্থ-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪.৪ সারাংশ

২৪.৫ অনুশীলনী বা আদর্শ প্রশ্নাবলী

২৪.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২৭.৭ উত্তর-সংকেত

২৪.১ উদ্দেশ্য:

- **বাংলা কবিতার ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য রচনার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে জানতে পারবে।**
- **কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নানাভাবে বুঝতে পারবে।**
- **কবিতাটির ভাব ও ভাষার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবে।**
- **'ভারতবর্ষ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার দিকটি উন্মোচিত হবে।**

২৪.২ প্রস্তাবনা:

এই পাঠের ফলে পাঠক-পাঠিকারা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানতে পারবে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার নানা দিকের মধ্যে কাব্য রচনাও যে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক, তা তারা বুঝতে পারবে। পর্যায় অনুসারে রবীন্দ্রকাব্যের বিভাগ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাঠক-পাঠিকারা পাবেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যুগন্ধর কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা তারা লাভ করবে। 'ভারততীর্থ' কবিতাটিতে কবি ভারতের ভাষা-ধর্ম-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীকে আহ্বান জানিয়েছেন সব বিভেদ-বাধা ভুলে এক হয়ে দাঁড়ানোর জন্য। এই 'ভারততীর্থ' কবিতাটির মধ্যে কবি এক স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষ তৈরি

করার আহ্বান জানিয়েছেন। কবিতাটি বর্তমান যুগপ্রেক্ষিতে বিশেষ ভাবে যুগপোযোগী হয়ে উঠেছে। কবিতাটির ভাবমাধুর্য সম্পন্ন এবং অর্থপূর্ণ। কবিতাটির গঠনে শব্দ প্রয়োগ, উপমার ব্যবহার, ছন্দ প্রয়োগে সার্থক হয়ে উঠেছে। কবিতাটি কাব্যিকপূর্ণ হয়েছে।

২৪.৩ মূলপাঠ :

ভারত তীর্থ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে মোর চিত্ত,পূণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে–
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যান-গম্ভীর এই যে ভূধর নদীজপমালাধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড়, চীন-
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে-
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তারি বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো, ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে দাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওংকারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালায় খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে দুখের রক্ত শিখা,
হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখ বহন করো মোর মন, শোনো রে একের ডাক।
যত লাজ ভয় করো করো জয় অপমান দূরে থাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ।
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত করো অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবারে-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

২৪.৪ সারাংশ:

'ভারততীর্থ' কবিতাটি পাঠ করলে কবিতাটির মধ্যে কবি কী বর্ণনা করেছেন তা সহজেই পাঠক-পাঠিকাদের উপলব্ধি হয়। এই কবিতাটিতে কবি আপামোর ভারতবাসীর চিত্ত তথা মনকে সদা জাগ্রত করতে বলেছেন। ভারতবর্ষ নানা জাতি-নানা ভাষা ও নানা ধর্মের দেশ। সমস্ত ভারতবাসী এক হতে না পারলে ভারতবর্ষ মহামানবের মিলনক্ষেত্রে কখনোই পরিণত হতে পারবে না। তাই কবি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে এক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি উপনিষদের সংস্কৃতি, মুনিঋষিদের পূণ্যভূমির ঐতিহ্যের দেশ। এই দেশ আর্য-অনার্য জাতির মিলনক্ষেত্র। দ্রাবিড়-শক-হুন-মোঘলদেরকে এক করেছে ই দেশ। সেই দেশের গৌরময় ইতিহাসের জয়গান গেয়েছেন কবি। পশ্চিমের যা কিছু ভাল যা কিছু উপহার তাকে আমাদের দেশে সাদরে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান

জানিয়েছেন কবি। ভারতবর্ষের ভূমি সাধনার মহানক্ষেত্র সেই ভারতবর্ষের আপামোর জনগণ সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ধর্মের গ্লানি ভুলে গিয়ে সমস্ত অপমান ভুলেগিয়ে বিশাল প্রাণরূপী মহান ভারতবর্ষ গড়বে নবরূপে ভারতবর্ষ জন্মলাভ করবে। সকলের পরশে পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হবে। তুচ্ছ বিভেদ ভুলে গিয়ে ভারতের মহান সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখবে। ভারতবর্ষ পরিণত হবে মহামানবের তীর্থক্ষেত্রে। কবির এই অভিব্যক্তিই কবিতাটির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে।

২৪.৫ অনুশীলনী বা আদর্শ প্রশ্নাবলী :

১। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

(ক) 'ভারততীর্থ' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

(খ) 'ভারততীর্থ' কবিতাটি কোন সময়ে রচিত হয়েছে?

(গ) 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

২। নীচে দেওয়া শব্দগুলির প্রতিশব্দ লিখুন।

(ক) আমরা– (খ) দেখো– (গ) হৃদয় – (ঘ) থেকে–

(ঙ) ছোঁয়াচ– (চ) গেয়ে– (ছ) মিলতে– (জ) সেখান–

৩। নীচের শব্দগুলির প্রতিশব্দ লিখুন।

(ক) শোনিত– (খ) নীড়– (গ) ত্বরা– (ঘ) দ্বার–

(ঙ) ভূধর– (চ) নিত্য– (ছ) অনল– (ছ) রজনী–

৪। নীচের সমাসবদ্ধ শব্দগুলি ভেঙে অর্থ লিখুন।

(ক) ভারততীর্থ – (খ) মঙ্গলঘট– (গ) জয়গান–

(ঘ) রক্তশিখা– (ঙ) তপস্যাবল– (চ) মরুপথ–

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) হে মোরচিত্ত, _____ জাগোরে ধীরে।

খ) _____ দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে নমি _____ ।

গ) এই ভারতের _____সাগরতীরে।

ঘ) শকহূনদল_____ এক দেহে হল লীন।

ঙ) যত লাজ ভয়_____, অপমান দূরে থাক।

২৪.৬ উত্তর সংকেত:

১। (ক) গীতাঞ্জলি (খ) ১৮ই আষাঢ়, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ (গ) ১৯১০ সালে

২। (ক) মোরা (খ) হেরো (গ) হিয়া (ঘ) হতে (ঙ) পরশে
(চ) গাহি (ছ) মিলিবারে (জ) সেথা।

৩। (ক) রক্ত (খ) বাসা (গ) তাড়াতাড়ি (ঘ) দরজা (ঙ) পর্বত।
(চ) রোজ (ছ) আগুন (জ) রাত্রি।

৪। (ক) ভারতই তীর্থ–তীর্থস্বরূপ ভারতবর্ষ।
(খ) যে ঘট মঙ্গল বার্তা বয়ে আনে।
(গ) যে গান জয়লাভের বার্তা বয়ে আনে।
(ঘ) রক্তের মতো লালশিখা।
(ঙ) যে শক্তি তপস্যার দ্বারা অর্জন করা হয়।
(চ) মরুভূমির মধ্যদিয়ে যাওয়ার পথ।

৫। (ক) পূর্ণতীর্থে।
(খ) হেথায়, নরদেবতারে।
(গ) মহামানবের
(ঘ) পাঠান মোগল
(ঙ) করো করো জয়।

২৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি:

১। গীতাঞ্জলি–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। রবিরশ্মি (১ম ও ২য় খণ্ড)–চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৩। রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ–প্রমথনাথ বিশী
৪। রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা–উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
৫। রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা–অজিতকুমার চক্রবর্তী।